আলমডাঙ্গায় দিনব্যাপি ব্যস্ত সময় কাটালেন জেলা প্রশাসক

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা আলমডাঙ্গা উপজেলায় পরিচিতি ও মতবিনিময় গতকাল মঙ্গলবার তিনি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, সকল দপ্তরের কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় করেন। এর আগে তিনি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজরিত আলমডাঙ্গা বধ্যভূমিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন,আজকের এই মতবিনিময় সভায় আলমডাঙ্গার সার্বিক চিত্র দেখতে পেলাম এখন। সমস্যা সমাধানে সবাই যে এটি নিয়ে ভাবেন। আলমডাঙ্গার মাটি এবং মানুষ নিয়ে যে আপনাদের চিন্তা ভাবনা, এটি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এজন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। অনেক বিষয় আছে যেগুলো হয়তো রাস্ট্রীয় ভাবে উদ্যোগ নেওয়া জরুরী। কিন্তু কিছু বিষয আছে যেগুলো আমরা স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে পারি। যেমন অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাদক। আমার বিশ্বাস মাদকের বিরুদ্ধে আপনারা সবাই সোচ্চার। আপনারা বলেছেন সিমান্তের ওপার থেকে মাদকের আগমন হতে পারে। আমার বিশ্বাস সিমান্তে বড়ারগার্ড বিজিবি অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করছে। আমি তাদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করবো। তবে লোকালই যদি মাদকের চাহিদা কমাতে না পারি তাহলে তরুন সমাজের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। সে জন্য মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে ত্লুতে হবে। যারা জনপ্রতিনিধি আছেন,তাদের নেতৃত্বে ইউনিয়ন পর্যায়ে মাদকের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা। এবং মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স শুরু করা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্রিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ৃব হোসেন, আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট সালমুন আহম্মেদ ডন, সহকারী কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট আব্দুর রশীদ, কৃষি কর্মকর্তা রেহেনা পারভীন, উপজেলা প্রকৌশলী আরিফুদ্দৌলা, কালিদাসপুর ইউপি চেয়ারম্যান আশাদুল হক মিকা, হারদী ইউপি চেয়ারম্যান আশিকুজ্জামান ওল্টু, জেহালা ইউপি চেয়ারম্যান মোখলেছুর রহমান শিলন, নাগদাহ ইউপি চেয়ারম্যান বিপুল

জোয়ার্দ্দার, বাড়াদি ইউপি চেয়ারম্যান তবারক হোসেন, চিৎলা ইউপি চেয়ারম্যান সরোয়ার হোসেন প্রমুখ।

এছাড়াও জেলা প্রশাসক আলমডাঙ্গা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আলমডাঙ্গা থানা, কালিদাসপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, আলমডাঙ্গা পৌরসভা পরিদর্শন করেন ও হাটবোয়ালিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি উপকারভোগীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের বিদায় সংবর্ধনা

গাংনীতে আবেগঘন পরিবেশে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত বিদায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু।

প্রধান অতিথি ছিলেন বিদায়ী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিসি পত্নি ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী দেওয়ান ফেরদৌস আরা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সিরাজুল ইসলাম,গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী, গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন, তেতঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস পচু, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান

গোলাম সাকলায়েন সেপু, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম মিয়া, ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি এনামুল হক, সিনিয়র সাংবাদিক ফারুক আহম্মেদ, সাংবাদিক রফিকুল ইসলাম বকুল প্রমুখ।

উপস্থিত ছিলেন, সরকারি দফতরের কর্মকর্তা, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, শিক্ষক, মসজিদের ইমামসহজ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ।

জীবননগরে জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম খানের বিদায় সংবধনা

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ আমিনুল ইসলাম খানকে বিদায় সংবধনা প্রদান করা হয়েছে। আজ বুধাবর বিকাল সাড়ে ৫টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের হলরুমে একটি আলোচনা সভা শেষে এ বিদায় সংবধনা প্রদান করা হয়।

জীবননগর উপজেলার বিদায়ী নিবাহী অফিসার মোঃ রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ আমিনুল ইসলাম খান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান,নবাগত উপজেলা নিবাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ,জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি তিথি মিত্র,উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,উথলী ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান,সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান ইসাবুল ইসলাম মিলটন,রায়পুর ইউপি চেয়ারম্যান তাহাজ্জদ মিজা,হাসাদহ ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম বিশ্বাস,বাকা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান,জীবননগর প্রেস ক্লাবের সাধারন সম্পাদক কাজী শামসুর রহমান চঞ্জল,সাংবাদিক সালাউদ্দিন কাজল,মিঠুন মাহমুদ,মাজেদুল মিল্টন,রিপন হোসেন,মুতাসিন,তুহিন প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসককে ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ পৃথক পৃথকভাবে সম্মাননা স্মারক ও ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়।

দামুড়হুদায় জেলা প্রশাসক ও তাঁর পত্নীর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

বদলিজনিত বিদায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাক ও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খাঁন ও তারত্নী জেলা লেডিস ক্লাবের ম্যাচ মেহনাজ খাঁ বাঁধনের বিদায় সংবর্ধনা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আজ শনিবার বিকাল ৪টার সময় উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনের উত্তরে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কক্ষ বিবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি ২০২২ সালের ১৩ জানুয়ারি চুয়াঙ্গা জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেন। বদলিজনিত কারনে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদায় নিয়ে মন্ত্রনানালয়ে যোগদান করবেন। বিবর্ধনা উপজেলা পরিষদের ফুলঝুরি সংকলন আলি আলি বাবু ও উপজেলা পরিষদের মুনাছু জয় রোকসানা মিতা।

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের আলী মুহম্মদ আলী মুহম্মদ বাবুর সভাপতিত্বে সংসদ সদস্য প্রধান প্রধান চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিন ইসলামুল খাঁন। বিদায়ী প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে তিনি গুরুত্বপূর্ণ শেখুর রহমান ও তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। সকল প্রচারের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। তাদের বিস্তারে আজ আমরা স্বাধীন সার্বভৌমত্ত বাংলাদেশ আত্মঘাতী।

তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা নেটওয়ার্ক মানুষ হ্যাসিং পরায় ও আন্তরিক। কর্মকর্তা মানুষ খুব সহজ এবং সরল। চুয়াডাঙ্গা সুবিধার মধ্যে দামুহুদা উপজেলায় সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রয়েছে। আমি

এই চুডাঙ্গা জেলা প্রশাসন বছরের কার্যক্রম চালু করেছি। এই জিনিষের মধ্যে আমার সুন্দর কর্মীরা বা আমার ব্যাবহারে যদি কেউ কষ্ট পায় তাহলে তা নিশ্চিত করতে পারবে। আমাদের পরবর্তী নরনারেশনকে আদর্শ করে গড়ে তুলতে হবে এবং তার জন্য শিক্ষা। সন্তান ছেলেদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব, শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। যে জাতি যত শিগগির সে জাতিগতভাবে উন্নত। আমাদের এই প্রজন্মকেশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে, আদর্শের আদর্শকে বুকে লালন করতে হবে, ইতিহাস জানতে হবে, শিক হতে হবে, তা হলে এই প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেমের ঘাঁট হবে, দেশ প্রেম হবে না। মাননীয় উন্নয়ন শেখ উদাহরণ শান্তি মানুষের ভাগ্য উন্নয়নকে নিরালসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ছাত্রনেতা সাধারণ নির্বাচনে সাজু আহাম্মদ রিংকু সহ সকল দপ্তরের কর্মকর্তা বৃন্দ স্থানীয় জনপ্রতিনিবৃন্দ ও সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সকালটি সঞ্চালনা উপজেলা সমবায় জয় হারুন অর রসি।

চুয়াডাঙ্গায় নবাগত জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা

চুয়াডাঙ্গায় নবাগত জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হলেন ড. কিসিঞ্জার চাকমা। চুয়াডাঙ্গায় নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন তিনি। এর আগে তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ছিলেন।

রাস্ট্রপতির আদেশক্রমে উপসচিব ভাস্কর দেবনাথ বাপ্পি স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে সোমবার এই আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া মেহেরপুর, শেরপুর, জামালপুর, মুন্সীগঞ্জ, রংপুর, মানিকগঞ্জ, ও নারায়নগঞ্জ জেলা প্রশাসককে বদলি করা হয়েছে।

সরকারের সকল উন্নয়ন মানুষের কাছে তুলে ধরুন – জেলা প্রশাসক

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানদের বলেন,” সরকারের সকল উন্নয়ন কার্যক্রম মানুষের কাছে তুলে ধরুন। সরকারের টানা মেয়াদে আপনাদের নিজ নিজ এলাকায় কি পরিমান ভাতা দেওয়া হয়েছে, রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট করা হয়েছে, আর্থিক ও খাদ্য সহায়তাসহ অন্যান্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে তথ্য প্রমণসহ জনগণের মাঝে তুলে ধরুন।

গতকাল বুধবার দুপুরে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) এর আয়োজন ও গাংনী উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন পরিষদ মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম এসব কথা বলেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক আরও বলেন, আপনারা জনপ্রতিনিধি আপনার এলাকায় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান। নিজ নিজ এলাকার আইন শৃংখলার উন্নয়নে আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন করুন।

তিনি বলেন, এলাকার সামাজিক সম্প্রীতি সুরক্ষায় চেয়ারম্যানদের ভূমিকা রাখতে হবে। এসব কাজে প্রশাসন আপনাদের সাথে নিয়ে ও জনগণের পাশে থেকে সরকারের উন্নয়ন ও সুফল জনগণের কাছে পৌছে দিতে বদ্ধ পরিকর।”

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) এর আয়োজন ও উপজেলা প্রশাসন, গাংনী এর ব্যবস্থাপনায় তিন দিন ব্যাপি ইউনিয়ন পরিষদ মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

গাংনী উপজেলার ৯টি ইউপি চেয়ারম্যান, সাধারণ সদস্য, সংরক্ষিত নারী সদস্য ও ইউপি সচিববৃন্দ তিনদিন ব্যাপি এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

আজ গাংনী মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের উপনির্বাচন চলছে

উৎসাহ উদ্দীপনা ও শান্তিপূর্ণভাবে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচন আজ বৃহস্পতিবার (২৫ মে) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভোট কেন্দ্রে সকাল থেকেই নারী ভোটারদের উপস্থিত উল্লেখ করার মত। তবে, বেলা বাড়ার সাথে সাথে পুরুষ ভোটারদের উপস্থিতিও বাড়তে শুরু করে।
মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের উপ নির্বাচনের রির্টানিং অফিসার ও গাংনী উপজেলা নির্বাচন কমকর্তা আব্দুল আজিজ বলেন, মটমুড়া ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচনে মোট ২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। তারা হলেন, ওই ওয়ার্ডের প্রয়াত সদস্য (মেম্বর) আব্দুস সোবহানের স্ত্রী মোছা: পলি আরা (মোরগ) ও মো: কামাল হোসেন (টিউবওয়েল)।
হোগলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুটি ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। মোট ভোটার সংখ্যা ৬৩৯৭ জন। এদের মধ্যে নারী ভোটার সংখ্যা ৩১৮২ এবং পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৩২১৫ জন।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ওই ওয়ার্ডের মেম্বর আব্দুস সোবহান নিজ বাড়িতে হলুদ সিদ্ধ করতে গিয়ে গরম পানির কড়াইয়ের মধ্যে পড়ে ঝলসে যায়। ঢাকা শেখ হাসিনা বার্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় মারা যান তিনি। পরে এই ওয়ার্ডটি শুন্য ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনার।

নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ করতে সব ধরণের প্রস্তুতি নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজজাক বলেন, ভোট কেন্দ্র এবং বাইরে বিপুল পরিমান পুলিশ ও আনসার

সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতৃ বলেন, ভোট কেন্দ্র অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে সরকারি ও বেসরকারিভাবে মোট ১২৭ জন পবিত্র হজ্বে যাবেন

আসন্ন পবিত্র সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার গমনকারী হজ্ব যাত্রীদের দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১০ মে) সকালে মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তনে হজ্ব যাত্রীগণের এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপি প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মহা: আব্দুস সালাম, মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্টেট লিউজা – উল জান্নাহ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির। চলতি বছরে মেহেরপুর থেকে সরকারি ও বেসরকারিভাবে মোট ১২৭ জন পবিত্র হজ্ব পালন করবেন।

এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৯ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১১৮ জন রয়েছেন।

বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে ক্লাস নিলেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা সদরপুর উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে ক্লাস নিয়েছেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম। নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাধারণ জ্ঞান ক্লাস নেন তিনি।

মঙ্গলবার দুপুরে প্রায় আধাঘণ্টা ক্লাস নেন তিনি। এ সময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণা ও শিক্ষামূলক বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক।

ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, হৃদয় দিয়ে পড়তে হবে। প্রচণ্ড মন খারাপ হলে বই পড়বে। কাউকে কষ্ট দেবে না। কখনো হতাশ হবে না। আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। যেটা ভালো লাগে না, সেটা করবে না। তোমরা চাইলেই দেশটা পরিবর্তন করে দিতে পারো। তাই পড়াশোনার কোনো বিকল্প নেই।

তিনি আরও বলেন, বড় লোক নয়, বড় মানুষ হও। আগামী প্রজন্মকে প্রকৃত শিক্ষা দান, দেশ ও মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে এবং তাদের সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে মানসম্মত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানসম্মত শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

জেলা প্রশাসক বলেন, আমরা যেমন আমাদের মাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা করি ও ভালোবাসি, তার প্রতি দায়িত্ব পালন করি। একইভাবে মাতৃভূমিকে মা হিসেবে দেখতে হবে। আর মানুষকে ভালোবাসতে পারলে সোনার মানুষ হওয়া সম্ভব হবে।

শিক্ষার্থী রাসেল হাসান বলে, ডিসি স্যারকে শিক্ষক হিসেবে পেয়ে আমরা আনন্দিত। তিনি আমাদের ক্লাস নেবেন কখনো কল্পনাও করিনি। স্যার অনেক সুন্দর ও সহজভাবে আমাদের সাধারণ জ্ঞান বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমাদের লেখাপড়া শিখে বড় হওয়ার উৎসাহ দিয়েছেন।

এছাড়াও তিনি মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস, সদরপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং মিরপুর পৌরসভা পরিদর্শন করেন।

মিরপুর উপজেলা (ভারপ্রাপ্ত) নির্বাহী কর্মকর্তা হারুন অর রশীদ বলেন, ডিসি স্যার গতকাল মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস, সদরপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং মিরপুর পৌরসভা পরিদর্শন করেন। একই সাথে আকস্মিক আমলা সদরপুর উচ্চ বিদ্যালয় গিয়ে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে লেখাপড়ার খোঁজ-খবর নিয়েছেন। এরপর শিক্ষকদের সঙ্গে স্কুলের নানা বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেছেন। তার এ ধরনের উদ্যোগে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হবে বলে মনে করেন এই শিক্ষক।